প্র:বয়স কিরকম হবে কাকার?

উ:৪৭ বছর।

প্র:আচ্ছা পড়ালেখা করছেন?

উ:নাহ।

প্র:তো এখান থেকে পোল্ট্রি ব্যবসা থেকে কিরকম আয় হয়?

উ:পোল্ট্রি ব্যবসা থনে চলা যায় আর কি।

প্র:চলা যায় মানে কি রকম মানে একটা গড় পড়তায় আয় সবসময় তো আর একরকম হয় নাহ?

উ:টোটাল বছের শেষে দেখা যায় যে মাসে ১২-১৪ হাজার টাকা থাকে আর কি।

প্র: মানে একটা ব্যাচ নামাইলে?

উ: টোটাল বৎসর গেলে আর কি।১২ মাসের প্রতি মাসে ১৪ হাজার টাকার মতন থাকে

প্র: আচ্ছা আচ্ছা ধরেন একটা ব্যাচ ৬০০ মুরগীর ধরেন একটা ব্যাচ বিক্রি করলে আপনার কত আনুমানিক লাভ হইতে পারে? আশা করেন কত?

উ:এখনকার দিনে লাভ কম তারপরেও ১৫/১৬/২০ হাজার টাকা থাকে।

প্র:একটা ব্যাচ নামতে তো এক মাসের মত লাগে ?

উ:৩৫/৪০ দিন লাগে।

প্র:আচ্ছা আপনি কতদিন ধরে ব্যবসাটা করতেছেন?

উ:১৭ বছর।

প্র:তো এখন তো ভাইয়ের কাছ এ শুনলাম যে এখানে তো ৬০০ মুরগী আছে।

উ:হুম।

প্র:তো আপনি এই ফার্মের কি কি কাজ করতেছেন, তো কি কি করতে হয় সারাদিন মিলিয়ে ?

উ:সারদিনে ৩-৪ বার পানি দেওয়া হয়। ভুসি ভাঙ্গা হয় ২ বার।

প্র:ভুসি?

উ:পাটির ভুসি।

প্র:পাটির ভুসি কি নিচে বিছানোর জন্য?

উ:বিছানোর জন্য নিচে ফ্লোর করা।

প্র:আচ্ছা এইটা তো একবার বাচ্চা তোলার সময় দেন নাহ নাকি প্রতিদিনই দিতে হয়?

উ:প্রতিদিনই দুইবার করে ভাঙ্গা পরে।

প্র:মানে নাইরা দিতে হয়?

উ:হুম।

প্র:একটা খোঁচানোর ইয়া আছে ওইটা দিয়া খোঁচায়ে?

উ:মাটি নাড়ায় যে বেলচানা ঐ বেলচা দিয়া।

প্র:তো ওইটা দেওয়ার কারণটা কি?

উ:কারণটা হইল উপরে যে গু টা আছে, ময়লাটা আছে, ময়লাটা সাথে সাথে পইড়া গেলে ওইটা হুকায় (শুকিয়ে) জায়গা।

প্র:আচ্ছা শুকায় যায়। আচ্ছা মানে শুকনা রাখার জন্য নাড়ায় দিতে হবে।

উ:শুকনা রাখার জন্য গন্ধ হবে নাহ।

প্র:গন্ধ হবে নাহ আচ্ছা। তো এছাড়া আর কি করতে হয়?

উ:ওষুধ, মেডিসিন মাঝে মাঝে দুইবারও দেওয়া লাগে।

প্র:আচ্ছা।

উ:আবার কোনদিন দেওন ও লাগে নাহ।

প্র:আচ্ছা খাবার কি এখন ব্যবহার করছেন এখন?

উ:প্রভিটা।

প্র:তো এইযে এখন কি এইগুলা কি প্রভিটার বাচ্চা।

উ:হুম।

প্র:তো প্রভিটার বাচ্চাগুলা আর প্রভিটার ফিডগুলা যে খাওয়াচ্ছেন তো বাজারে তো আরও অনেকগুলা ব্র্যান্ড আছে তার মধ্যে প্রভিটাটাই কেন নিলেন?

উ:ঘটনা হইল কি আমি প্রথমে আফতাব খাওয়াইছি, তারপর এ খাওয়াইছি কাজী, কাজিতে ফল(ডাউন) করছিল- বাচ্চা উঠাইছিলাম ৬০০। ৫০০ মরছিল।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:খাদ্য সমস্যা ছিল। তো ধরা হারে নাই বেরাম (অসুখ) ডা। কিন্তু যখনডাক্তার আইছিল ইন্ডিয়ান ডাক্তার আইছিল আমার শেড এ। সে খালি আমারে বইলা গেল আর কি কোন সমস্যা নাই। কিন্তু কোম্পানি খালি দিছিল মহাজন রে। যে টাকা লস হইছিল সেই টাকা মহাজন রে দিছিল। তারপরে প্রভিটা কোম্পানি

প্র:মহাজনরে দিছিল মানে বুঝলাম নাহ? আপনার যে ৫০০ মুরগী লস হইছিল ঐ লসটা কার?

উ:আমার কিন্তু টাকাটা নেই নাই কিন্তু মহাজন।

প্র:মানে যে ৫০০ মারা গেছে যে ডিলার থেকে আনছেন উনি নেয় নাই?

উ:নাহ।

প্র:তো ছেড়ে দিল কেন?

উ:ছেড়ে দিল কোম্পানি তারে দিছে আরও বেশি। কয়েকগুন বেশি দিছে তারে।

প্র:আচ্ছা কোম্পানি তাকে ক্ষতিপুরন দিছে।

উ:হ। কোম্পানি তারে ক্ষতিপুরন দিছে। আমার খালি নাইকাযে মনে করেন ৩৬০০০/- টাকার মত।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:আর কোম্পানি পাইছে হল যে আমার যে এজেন্ট। এজেন্টে পাইছে হইল দুই লাখ টাকার উপরে

প্র:আচ্ছা আচ্ছা তারমানে সে ধরা খাইছে দেখে সে কোম্পানির কাছ থেকে নিছে আর আপনি ?

উ:আমি তার কাছ থেকে আনছি ধরা খাইছি এইটা কিন্তু তার মাধ্যমে দিছে কিন্তু তারে দিছে কিন্তু হে আমারে দেই নাই টাকা আরকি।

প্র:আচ্ছা তো এইযে প্রভিটার এজেন্ট থেকে নেন তো এতগুলার মধ্যে এখন প্রভিটা কি এখন ভাল লাগে কি, কি কারণে?

উ:প্রভিটা খাওয়াইতেছি আমি পাঁচ বছর ধরে। ভালই লাগে আরকি।

প্র:অন্যগুলা থেকে ভাল মনে হইছে?

উ:কোয়ালিটি টা ভাল আর কি। এর মধ্যে আরও খাদ্য আছে । এটা সিপির চাইতে ভাল বুঝি । কিন্তু নারিশের তুলনায় আসে নাহ।

প্র:নারিশ সবচাইতে ভাল লাগে?

উ:হ্যাঁ। যারা নারিশ খাওয়াইতেছে তাগো লগে পারতাছি নাহ আর কি।

প্র:আচ্ছা তো নারিশের দাম বেশি নাকি?

উ:নাহ দাম সমানই।

প্র:তাইলে আপনি নারিশ না খাইয়ে প্রভিটা খাওয়াচ্ছেন?

উ:আমার কাছে হইল প্রভিটা আর নারিশ আনন লাগে মির্জাপুর থনে মানে ৩ কিলোমিটার ফাকে থকে।

প্র:তো এখানে আপনি মুরগী ভাল রাখার জন্য কি করেন? মুরগীর যাতে স্বাস্থ্যবান হয়, ওজন যাতে বাড়ে বা ভাল থাকে এরজন্য?

উ: ভিটামিন খাওয়ানো হয়।

প্র:আর কি কি খাওয়ান?

উ:আর কি খাওয়াব এমনে স্যালাইন ট্যলাইন খাওয়াই আর কি।

প্র:স্যালাইন, ভিটামিন।

উ:ঠান্ডা লাগলে যেমন ঠান্ডার ট্রিটমেন্ট যেটা করতে হয় এইটা করা লাগে।

প্র:ট্রিটমেন্ট টা কি?

উ:ট্রিটমেন্ট যখন যে ওষুধ লাগে তখন সেইটা দেই, বলা যাব নাহ যে আজকে কি দিলাম কালকে কি দিমু এইটা বলা যাব নাহ।

প্র:যখন যেটা প্রয়োজন মনে হয়?

উ:হ্যাঁ। প্রয়োজন যেটা মনে হইব যে হ এই ওষুধ এখন দিলে ধরব তখন ঐটা ব্যবহার করি আমি।

প্র:তো বুঝেন কিভাবে মুরগী অসুস্থ হইছে, একটা দুইটা অসুস্থ দেখলে সব মুরগী কে ওষুধ দিয়ে দেন, না কিভাবে?

উ:যখন কিনা অসুখ দেখা দেয় তখন কিন্তু এক দুইটা নাহ প্রায় গুলার দেখা যায় কিন্তু ওইটা বুঝন লাগে।

প্র:আচ্ছা।

উ:কোনটার বুঝা যায় যে এইটা অসুস্থ হয়ে গেসে গা। আর কোনটার হয় নাই কিন্তু হবে।

প্র:হবে। আচ্ছা একটা দুইটা অসুস্থ হইলে তখন সাবধান হয়ে বাকিগুলাকে খাওয়ান।

উ:ঠান্ডা লাগলে এমনে বুঝা যায় আর কি।

প্র:ঠান্ডা লাগলে কি ওষুধ দেন?

উ:ঠান্ডা লাগলে প্রথমেডক্সাসিল-ভেট খাওয়াই। আর এটা না ধরলে পরে হয়ত আরেকটু উর্ধে যাই এন্ড্রমাইসিন খাওয়াই। তাও যদি না ধরে তাইলে সিপ্রো তে যাইগা। সিপ্রো তে গেলে পরে রানিখেত এর ট্রিটমেন্ট হয়, গাম্বুরু ট্রিটমেন্ট হয়।

----------**(০৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

তখনযদি কাজ হয় তাইলে বুঝতে হইব ঠান্ডা আছে বেশি। ডক্সাসিল এ ঠান্ডা কম কাটে।

প্র:হুম হুম।

উ:তখন সাথে হয়ত এডিভিট ব্যবহার করলে

প্র:এডিভিট?

উ:সালফা গ্রুপ।

প্র:কোনটা?

উ:সালফা গ্রুপের।

প্র:এছাড়া ধরেন তাড়াতাড়ি বাড়ার জন্য খাবারের মধ্যে কি কোনকিকিছু দিতে হিয়?

উ:নাহ।

প্র:ফিডের সাথে আর কিছু খাওয়াইতে হয় কিনা অনেকে দেখি কোন এডিটিভ ব্যবহার করে আপনি কিছু ব্যবহার করেন কিনা?

উ:এখন আপনার এডি-থ্রি ব্যবহার করি।

প্র:এডি-থ্রি কি, পাউডার কোন?

উ:নাহ। তরল।

প্র:তরল খাবার কি ওইটা পানিতে দিতে হয়?

উ:পানিতে দিতে হয়।

প্র:আচ্ছা ওইটা কিসের জন্য দিছে?

উ:ওইটা গ্রোথ ওজন বাড়ব।

প্র:আচ্ছা গ্রোথ বাড়ার জন্য?

উ:হুম।

প্র:এডি-থ্রিটা কি ধরনের ওষুধ?

(অপ্রাসঙ্গিক কথা- ০৫ঃ৪৫ থেকে ০৬ঃ০৭)

প্রঃ আচ্ছা খাবার নির্বাচনের সময়, কোম্পানি নির্বাচনের সময় কোন খাবারটা কাহয়াবেন এটা ঠিক করার ক্ষেত্রে কি চিন্তা করে ঠিক করেন কোন খাবারটা খাওয়াবেন? মানে মানুষ তো একটা চিন্তা করে খাওয়ায়।

উঃহ্যাঁ। মানুষ চিন্তা করে খাওয়ায়। খাদ্য সমান খাওয়াইয়া একটা ব্যাচ দুইদিন বেশি পালা কম পালা এইটা কোন ব্যাপার নাহ।

প্রঃহ্যাঁ।

উঃদেখা যায় বছরে ১০ টা ব্যাচ পালন যাই নাহ। হায়েস্ট গেলে ৭ টা পালন যায়।

প্রঃহুম হুম।

উঃ৭ টাও পালি নাহ আমি ৬ টা পালি।

প্রঃ৬ টা পালেন।

উঃ৬ টা পালি এর কারণ হইল যে এই মুরগীর সাইড একটা খাদ্য খাওয়াইতাছে আমি খাওয়াইতেছে আমি হইলাম পুরানা। ১৭ বছর বয়স চলছে আমার এইটা রানিং এ।

প্রঃহুম।

উঃআর নতুন আইয়া নিশ্চয়ই আমার চাইতে ওর বয়স তো বেশি নাহ।

প্রঃহুম হুম।

উঃএখন আমি যদি অশিক্ষিত ও থেকে থাকি আমার ওর চেয়ে অভিজ্ঞতা টা বেশি। যেমন আমি সেমিনার করছি এখন পর্যন্ত ১৭-১৮ টা।

প্রঃআচ্ছা। আচ্ছা।

উঃএবং সরকারি হাসপাতালে ট্রেনিং দিছি।

প্রঃহুম হুম।

উঃএবং ঐখানেও প্রাইজ পাইছি আমি।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃএকটা মেশিন পাইছিলাম প্রাইজ।

প্রঃকি মেশিন?

উঃলেয়ার মুরগী যে স্প্রে করে যে মেশিনবড় মেশিন।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃতার একটা মেশন দিছিল। তো আসল কথা হইছে খাদ্য যদি না ধরে আমি ট্রিটমেন্ট কইরা তো মুরগী সুস্থ বড় বানাইতে পারবো নাহ।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃখাদ্য হইল মেইন।

প্র:তারমানে আপনি।

উ:বাচ্চা যদি ইয়াও থাকে খাদ্য যদি ভাল থাকে মুরগী হবেই।

প্র:আচ্ছা মুরগী হবে। তারমানে আপনি যে প্রভিটা টা দিচ্ছেন এটা আশেপাশের লোকজন বা সবার কাছ থেকে শুনছেন যে এটা ভাল।

উ:নাহ এইটা ফার্স্ট টাইম খাওয়াইছে এইটা ৩০০ গ্রাম মুরগী পালে হেইতি খাওয়ায়। পরে আমরা যে কাজির খাদ্য খাওয়াইতাম। মানে আমরা ৩৫ টা ফার্ম আছিলাম। প্রভিটা খাওয়াইত শুধু একজনে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:হে আমার কাছে জিগায়। ট্রিটমেন্ট করি আমি যাইয়া। তার মুরগীর ওজনের লগে আমি পারি নাহ।

প্র:আচ্ছা তার ওজন ভাল হইত?

উ:ওজন ভাল হইত। মরত কম।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:পরে কাজির খাদ্যে যখন ফলট পাইলাম তখন মার্কেটিং অফিসার এর সাথে দেখা হইছাল।

প্র:প্রভিটার?

উ:হ্যাঁ। মার্কেটিং অফিসার এর সাথে চুক্তিপত্র হইল যে বাচ্চা যদি দশ দিনে মইরা যায় ঐটার দায় বহন করব কে?

প্র: হুম। হুম।

উ:তখন বাচ্চা স্টার্ট থেকে আরম্ভ করলাম ১৩ দিন পর্যন্ত। ১৩ দিন এ যদি মইরা যায় তখন কোন গাম্বুরু রানিখেত হয় নাহ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:এইটা কিন্তু আমরা ট্রেনিং যে করছি ট্রেনিং এ পাওয়া গেছে যে ১৩ দিনে রানিখেত গাম্বুরু হয় নাহ। তাইলে এইটা হয়ত খাদ্যের দোষ বা বাচ্চার দোষ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:তখন ঐ এজেন্ট এ কইল ১০ দিনে যদি বাচ্চা মইরা যায় তাইলে খাদ্যের দায় বহন করমু আমি।আমার কোম্পানি বহন করব।

প্র:আচ্ছা।

উ:তখন থেনে আমি খাওয়াইতাছি এই ৫ বছর চলতাছে।

প্র:এখন আল্লাহ্ এর রহমতে ভালই চলছে।

উ:ভালই চলতাছে কিন্তু এ গ্রেডের বাচ্চা আনলে ভালই চলে কিন্তু বি-গ্রেড এর বাচ্চাও আবার মাঝে মাঝে পালি।

প্র:বি-গ্রেড মানে ?

উ:নিয়ম বাচ্চা। বি-গ্রেড বাচ্চা মরে বেশি।

প্র:বি-গ্রেড বাচ্চা বুঝলাম নাহ।

উ:বি-গ্রেড বাচ্চা বুঝেন নাই। যেমন এ-গ্রেড, বি-গ্রেড।

প্র:ও আচ্ছা। বি-গ্রেড। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন বি-গ্রেড এর বাচ্চা পালতেছেন?

উ:বছরে এক ব্যাচ কইরা পালি বি-গ্রেড এর বাচ্চা।

প্র:মানে সব সময় এ-গ্রেড পালেন বছরে একটা সময় বি গ্রেড পালেন?

উ:হুম।

প্র:তো এইযে এইগুলা যে আনতেছেন যে ডিলারের কাছ থেকে হে তো এইযে চুক্তির কথা বললেন যে- মরলে সে দশ দিন পর্যন্ত সে দেখবে এইটা কি কোম্পানির লোক বলছে নাকি ডিলার?

উ:কোম্পানির লোক বলছে।

প্র:আচ্ছা।

উ:কোম্পানির লোক আমার সাথে বলছে। আর কারো সাথে বলছে কিনা বলতে পারুম নাহ আমি। কিন্তু আমি ঐ পর্যায়ে এখনও আছি আর কি।

প্র:আচ্ছা খাবারের পাশাপাশি অন্য কোন সম্পূরক খাবার বা সাপলিমেন্ট বা অন্য কোন কিছু কি দেন?

উ:অন্য কোন খাবার নাই সাদা পানি আর ওষুধ।

প্র:আর মুরগী সুস্থ রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের ঔষধ বা ভিটামিন দিচ্ছেন?

উ:মুরগী তো সুস্থ রাখার জন্য তো ভিটামিন নাহ। এন্টিবায়োটিক যা খাওয়ানো হয় এইটা হইল সুস্থ রাখার জন্য।

প্র:আচ্ছা তারমানে এন্টিবায়োটিক গুলা সুস্থ রাখার জন্য খাওয়াইতে হচ্ছে।

----------**(১০ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

আচ্ছা তো সেইটা কি অসুখ বিসুখ ধরার আগে নাকি অসুখ বিসুখ ধরার পরে?

উ:মনে করেন মুরগী পালি আমরা ৩৫ দিন।

প্র:হুম হুম।

উ:ট্রিটমেন্ট একদিন না করলে পরদিন করতে হয়।

প্র:আচ্ছা।

উ:যেমন প্রতিদিন প্রায় ট্রিটমেন্ট চলেই। তারপরও হইল গিয়া ৫ দিন আগে থেইকা আমরা ট্রিটমেন্ট ছাইড়া দেই।

প্র:মানে বিক্রির ৫ দিন আগে থেকে। কেন? যদি ঐ ৫ দিনে কিছু হয়?

উ:যেমন অনেক ওষুধের গায়ে লেখা থাকে যে এটা খাওয়াইলে ৩ দিন পর্যন্ত এটার মাংস খাওয়ানো যাবে নাহ।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা। ওষুধের গায়ে লেখা থাকে এইগুলা?

উ:আবার কিছু কিছু টাইম আছে যে যেদিন বেচি হেওদিন খাওয়াই।

প্র: মানে যখন অসুখ বিসুখ বেশি?

উ:যেমন দেখা যায় যে মুরগীরে না খাওয়াইলে সিজন ভাল নাহ বা কিছু জাম আছেই, ঠান্ডা কিছু আছেই, ওষুধটা না খাওয়াইলেই মুরগী সব অসুস্থ হয়ে যাইব।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা মানে মুরগীর অবস্থা বুঝে আর কি।

উ:ঐক্ষেত্রে যেমন বেচতে সময় খাওয়ান লাগে যেমন আজকে বেচলাম।

প্র:হুম হুম।

উ:গেলো আর রইল কতডি, এডিরে খাওয়াইলাম। আবার কাইলকা নিল।

প্র:হুম হুম।

উ:এভাবে তিন চার দিন লাগে।

প্র:হুম হুম।

উ:আমরা তো ঢাকা দেই নাহ যে এক গাড়িতে গেল গা সব।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। এইগুলা বিক্রি কি ঐ ডিলারের কাছেই করেন যে ডিলারের কাছে থেকে নিয়ে আসেন?

উ:ডিলারেও করে আমরাও করি।কোন সমস্যা নাই।

প্র:নিজেরাও বিক্রি করতে পারেন?

উ:হ্যাঁ।

প্র:তো এই ডিলারের সাথে এরকম কি কোন চুক্তি থাকে যে তার কাছেই মুরগী বিক্রি করতে হবে।

উ:নাহ নাহ।

প্র:কিন্তু খাবার মুরগী তো তার কাছ থেকে আনতেছেনে?

উ:খাবার, ওষুধ তার কাছে থেকে না আনলেও চলে। খাবার আনি তার কাছ থনে। যদি বাচ্চা চাই আমরা চাই যখন তখন দিব।

প্র:আচ্ছা।

উ:জোর করে দিব নাহ।

প্র:আপনারা যখন চান এইটা কি ক্যাশ টাকায় কিনতেছেন নাকি বাকিতে কিনতে হয়?

উ:অনেকেই বাচ্চা ক্যাশ টাকায় কিনে খাদ্য বাকিতে কিনে। আবার অনেকে আছে বাচ্চাও নগদ কিনে খাদ্য নগদ কিনে।

প্র:আপনি কোনটা কিনতেছেন?

উ:আমি বাচ্চাও নগদ খাদ্যও নগদ।

প্র:নগদ টাকা দিয়ে কিনতেছেন কোন এজেন্ট এর কাছে নাহ?

উ:ডিলার থেকেই আনি।

প্র:আচ্ছা ডিলার থেকে কোন বাকি নিচ্ছেন নাহ?

উ:নাহ।

প্র:তো বাকি নিলে কি সেক্ষেত্রে এরকম কোন শর্ত থাকে যে মুরগী গুলো আমার কাছেই বেচতে হবে?

উ:নাহ। তা কোন শর্ত থাকে নাহ। সব এজেন্টের সাথে থাকে নাহ।

প্র:সব এজেন্টের থাকে নাহ কিন্তু অধিকাংশই তো থাকে।

উ:নাহ আমগো এলাকায় যে এজেন্ট আছে এদের কারো কাছে থাকে নাহ।

প্র:মুরগী কি এজেন্ট এর কাছে বিক্রি করা লাভজনক না বাইরে বিক্রি করা?

উ:সমান দামেই বিক্রি করা যায়।

প্র:বাজারে কি দাম থাকে একটা?

উ:বাজারে গিয়া দেখা গেল যে আজকে ৩৫ টাকা পাইকার আছে।

প্র:হুম হুম।

উ:এজেন্ট ও ৩৫ টাকায় বেচে আমারেও কইল ৩৫ টাকা দিব। হঠাত দুই একটা দোকানদার আছে ৫ টাকা বেশি বেচন যায় কিন্তু ওইটা না বেচাই ভাল।

প্র:ওইটা কি বাজারের দোকানে আপনি খুচরা গিয়ে বিক্রি কইরা দেন?

উ:নাহ পাইকারি দেই আমরা।

প্র:মানে বাজারের দোকানদেরকে আপনি পাইকারি দেন?

উ:হ।

প্র:কতটা করে একসাথে?

উ:একেকজন ১০০ নেয়, কেউ ৮০ টাও নেয়, কেউ ২০০ নেয়।

প্র:তারমানে যেহেতু আপনি বাকিতে কিনতেছেন নাহ আপনার কোন বাধাধরা ইয়া নাই । আপনি যার কাছে ইচ্ছা বেচতে পারতেছেন?

উ:নাহ। আমরা বাকিতে আনলেও আমাগোরে বাধা দেয় নাহ।

প্র:বাধা দেয় নাহ?

উ:আমাগো কিন্তু বাধা দেয় নাহ।

প্র:কিন্তু আমি তো অনেকের সাথে কথা বললাম বলল যে তাদের অইখান থেকে যেহেতু মুরগী আনি, খাবারও আনি বাকিতে। তো এজেন্ট এর কাছে বিক্রি করি আমরা।

উ:এজেন্ট এর কাছে বিক্রি করা আরাম।

প্র:আরাম?

উ:আরাম মানে টেকা উঠাব হেই। তাগাদা দিব হেই।

প্র:মানে মাথা ব্যাথা টা তার?

উ:হ। মাথা ব্যাথা টা তার। যেমন মুরগী নিয়া গেল। আজকে মুরগী বেচা শেষ। দুইদিন পরে হিসাব কইরা ব্যবসা বাহির করা নিয়া আইয়া পড়ি। ব্যবসা বাহির করা হিসাব কইরা থুইয়া আইলাম।

প্র:কিন্তু এজেন্ট ধরেন কথার কথা ধরেন আপনি বাকি নিয়ে আসলেন এজেন্ট এর কাছ থেকে। ধরেন ৬০০ মুরগী আনলেন খাবারও বাকি আনলেন। এখন এজেন্ট এর কি তখন একটা তাড়া থাকেনাহ যে মুরগীটা যেহেতু নিছে এই মুরগীটা তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে তার জন্য সুবিধা তার বাকি টাকাটা পরিশোধ হয়?

উ:আছে এরকম অনেক এজেন্ট ই আছে কিন্তু আমাদের এজেন্ট এগুলা করে নাহ।

প্র:আচ্ছা অনেক এজেন্ট এ কি করে সাধারনত বলবেন আমাকে একটু?

উ:যেমন ৩০ দিন হয়ে গেলে তাড়া বেচবার নিগা পাগল হয়।

প্র:আচ্ছা ওরা কি খামারিদের মুরগীর ওজন বাড়ানোর জন্য বলে নাকি যে এটা কর, ওটা কর বা এটা করলে ভাল হবে?

উ:ওজন না আসলে বইলা দেই আর কি যাদের আসে নাহ তাদের বইলা দেয়।

প্র:আচ্ছা সেক্ষেত্রে কি কোন বাধ্যবাধকতা থাকে যে এটা এটা খাওয়াও বা এটা খাওয়াও।

উ:ওটা এজেন্ট এর যখন কিনা এজেন্ট এর কাছে গিয়া বলে যে আমার মুরগীর এখন ওজন নাই বা ওজন আসতাছে নাহ। এখন কি করি। আর মুরগীর ও বেচনের টাইম আইয়া পড়ল।

প্র:হুম হুম।

উ:ওইটা তখন এজেন্ট এ যাইয়া কোম্পানির ডাক্তার এর কাছে।

প্র:আচ্ছা কোম্পানির প্রভিটা কোম্পানির ডাক্তার আছে।

উ:সব কোম্পানির ডাক্তার আছে।

প্র:আচ্ছা ওদেরকে ফোন দেয়?

উ:ফোন দেয়। ফোন বইলা দেয় যে পরে বইলা দেই এইডা এখন খাওয়াইলে পরে মুরগীর ওজন হবে মুরগী যদি সুস্থ থাকে

প্র:আচ্ছা। ওষুধটা তো এজেন্টের কাছ থেকে নিতে হয়?

উ:ওষুধ যেকোনো জায়গা থেকে নিলে সমস্যা নাই।

প্র:আচ্ছা। কিন্তু এজেন্টরা তো বিক্রি করে ওষুধ?

উ:কেউ কেউ বেচে কেউ কেউ বেচে নাহ।

প্র:আচ্ছা আপনি যেটা বললেন অসুখ বিসুখের জন্য অসুখ হইলেই শুধু নাহ অসুখ হবে এরকম আশঙ্কা থাকলে আগে থেকে খাওয়াই দিতে?

উ:এটা আগে থেকেই বোঝা যায় আর কি যে এই রোগটা আসতাছে। যেমন গাম্বুরু জিনিসটা হঠাত কইরা লাইগা যায়।কিন্তু ঐটার সিমটম আগে থনেই আসে।

প্র:আচ্ছা ধরেন আপনি ৬০০ এর মধ্যে দেখলেন যে দুই- চারটা অসুস্থ হইছে তখন আপনি কি করেন?

উ:২-৪ টা অসুস্থ থাকলে অইগুলা সাইড কইরা বাহির কইরা ফালাই।

----------(১৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন)----------

প্র:সাইড করে রাখেন আলাদা করে রাখেন যাতে অন্যগুলা সংক্রমিত না হয়?

উ:এইগুলা একবারে বাহির কইরা দেই। মনে করি যে এইগুলা দরকার নাই। আমরা দেখলে বুঝি কোনটা টিকব আর কোনটা টিকব নাহ।

প্র:আচ্ছা যখন টিকব নাহ তখন কি করেন?

উ:ওইটা বাইরে দিয়া দেই। বাইরে দিলে হয়ত কাউরে দিয়া দিল নাইলে হয়ত কেউ বাড়িতে খাইল।

প্র:আচ্ছা মানে আশে পাশে কেউ কিনল অথবা?

উ:বিক্রি আমি করি নাহ আর কি কেউ কেউ করে হয়ত বড় হইলে।

প্র:ধরেন যে এখন দেখছেন মুরগী ঝিমাইতেছে মরার সম্ভবনা আছে তো এটা কি করবেন?

উ:আমার শেড এ এরকম দুই একটা মুরগী থাকেই।

প্র:শেড এর মধ্যে? তো মইরা যায়না?

উ:মরুক।

প্র:কিন্তু খান নাহ ওইটা?

উ:নাহ। দেখা গেল যে বাচ্চা ছোট দেখা গেল যে ওইটা আধা কেজি হব। তো ওইটা কি খাইব।

প্র:ও আচ্ছা। ছোট হইলে খান নাহ? কিন্তু যদি পূর্ণাঙ্গ বয়সের হয়?

উ:পূর্ণাঙ্গবয়সের হইলে খাই।

প্র:আচ্ছা তো এইযে ধরেন কিছু সময় আছে যখন মুরগীর অসুখ বিসুখ একটু বেশি হয় এই সময়টা কোন সময়টা?

উ:এই সময়টা হইল গিয়া ২২ দিনের পর থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত।

প্র:২২ দিন পর থেকে কেন? ঐ সময়টা

উ:এইটা ঝুঁকিপূর্ণ সময়। তখন বাড়েও বেশি ঝুকিও বেশি।

প্র:বাড়ে বেশি?

উ:বাড়ে বেশি কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ থাকে তখন।

প্র:ঐ সময়টা কি অসুখ বিসুখ বেশি হয় মুরগীর।

উ:বেশি হয়।

প্র:তো ছোট বাচ্চা থেকে ঐ সময় বেশি হয়?

উ:বেশি হয় ।

প্র:কেন মানে কি ধরনের অসুখ হয়?

উ:ঐ সময় রানিখেত হতে পাওে, গাম্বুরু হতে পাওে, আমাশা হতে পারে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। ঐ সময় কি ওষুধও বেশি খাওয়াইতে হয় নাকি?

উ:ঐ সময় হইল কি ট্রিটমেন্ট একবার হয়ে গেলে যেমন মুরগীর আইজকা ট্রিটমেন্ট করছি ঠান্ডা দেখা দিছিল। আইজকা ট্রিটমেন্ট করছি, কাইলকা করুম তারপর থেকে নরমাল চলব।

প্র:নরমাল কত দিন?

উ:আর ঝুকি থাকব নাহ এইটার। আজকে এইটার বয়স ২৩ দিন।

প্র:২৩ দিন। কালকে পরশু ট্রিটমেন্ট করবেন তারপরে এটা

উ:নরমালে সাধারণ ট্রিটমেন্ট কইরা যামু তখন।

প্র: সাধারণ ট্রিটমেন্ট টা কি?

উ:ডক্সাসিল-ভিট খাওয়াইব ডেইলি।

প্র:ডক্সাসিল-ভিট কি?

উ:ডক্সাসিল-ভিট স্কয়ারের

প্র:ওইটা কি আপনার ইয়ে আপনার এন্টিবায়োটিক?

উ:এন্টিবায়োটিকই।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। তারমানে এন্টিবায়োটিক টা রেগুলার দিতে হচ্ছে।

উ:ওটা রেগুলারি দেই আর কি।

প্র:আচ্ছা ডক্সিভেট আর ডক্সাসিল-ভিট এইগুলার উপকারিতা কি?

উ:পায়খানা প্রস্রাব ঠান্ডার কাজ করে ।

প্র:আচ্ছা পায়খানা পাতলা হয় নাহ আর ঠান্ডার কাজ করে। আচ্ছা আশেপাশে যদি এরকম দেখেন যে কোন বাড়িতে ফার্ম আছে আর মুরগী সমানে মরতেছে তখন আপনি কি করেন? নিজের মুরগী তো সেভ রাখতে হবে। কি করেন?

উ:ওটা ঐ ফার্মে যদি লাগে আমি মনে করি যে আমার ফার্মে হব নাহ ।

প্র:কেন?

উ:কারণ ওইটা হইল যার যার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা।

প্র:ও আচ্ছা যে যেভাবে যত্ন করে তার উপরে নির্ভর করে।

উ:হ্যাঁ। অসুখ হইছে গিয়া রানিখেত আমি যদি ব্যাভার করলাম ঠান্ডার তাইলে আমার মুরগী কি টিকব?

প্র:আচ্ছা এইযে ওষুধটা কোনটার জন্য কি খাওয়াইতে হবে আপনি তো ভেটরনারির উপর তো পড়ালেখা করেন নাই কিন্তু জানেন কিভাবে?

উ:এইটা ১৭ বছর ধরে এইটার অভিজ্ঞতা হইছে। আনতে আনতে মুখস্থ হইয়া গেছে।

প্র:আচ্ছা হঠাত করে নতুন কোন কিছু দেখলে যেটা আপনার মনে হয় নাহ আগে দেখছেন?

উ:যেমন এইযে হঠাত করে বের হইছে কিছুদিন আগে থেইকা এক বছর আগে গাউট।

প্র:গাউট আচ্ছা আচ্ছা। গাউট হলে কি হয়?

উ:গাউট হলে পরে আপনের কি হব ।আপনার ঐ পাকস্থলি আছে নাহ ঐ পাকস্থলির মধ্যে গোটা গোটা উঠে।

প্র:মানে ঐটার ভিতরে লিভারের মধ্যে হয়?

উ:হ। ঘায়ের মত হয়।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। ওইটা কেটে দেখলে কাটলে বোঝা যায় আচ্ছা।

উ:গাম্বুরু হইলে কাটলে বোঝা যায়। রানিখেত হইলেও কাটলে বোঝা যায়।

প্র:কি কি পরিবর্তন আসে?

উ:রানিখেত হইলে আপনের যে ভিতরে যে পাইপটা আছে- খাদ্যনালির পাইপটা পায়খানার পিছন থেকে এরকম মোটা হবে।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:মোটা হবে লাল টকটকা হবে। ঘা হবে ভিতর দিয়া।

প্র:রানিখেত হইলে?

উ:রানিখেত হইলে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:বুঝছেন অনেক লম্বা কইরা।

প্র:হুম হুম।

উ:আর গাম্বুরু হইলে আপনার রানে। শরীরে রানে দাগ হবে, জ্বর থাকবে।

প্র:মানে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায়।

উ:এইটা বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায়।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:আর আমাশা হইলে পরে তো কাটলে রক্ত পড়ে। কাটলে ভেতরে গিয়ে বোঝা যায় যে আমাশা আছে।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:সব জায়গার নাম তো আমরা বলতে পারব নাহ যেহেতু আমরা লেখাপড়া করি নাই ।যেকোনো জায়গায় কাটলে বোঝা যায় যেমন নিউমোনিয়া হইলে পরে ভিতরে জমে কফ জমে কাটলে বোঝা যায়।

প্র:তো বলতেছিলেন যে কিছু ওষুধের গায়ে লেখা থাকে যে বিক্রির আগে বন্ধ রাখতে, সব ওষুধ তো মনে হয় লেখা থাকে নাহ?

উ:এইযে এইটা দেখাইলাম ভিটামিন দেখাইলাম এইটার গায়েও লেখা আছে প্রায় সব ওষুধের গায়েই লেখা আছে।

প্র:কিন্তু ওইটা তো আপনার সবসময় মানা সম্ভব হয় নাহ যেহেতু বললেন যে যখন অসুখ বিশুখ বেশি থাকে ওইটা চালায় যাইতে হয়।

উ:হ। ওইটা দেই। এখন আমি যে বলুম ওইটা দেই নাহ তানা। আমি যেদিন বেচি হেওদিন দেই।

প্র:কারণ তেনশন থাকে একটা?

উঃটেনশনের মধ্যে দেখা গেল যে এই মুরগীগুলা দোকানদারের বেচতে দুইদিন চারদিন লাগবে।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃতাইনা।

প্রঃআচ্ছা দোকানদারের কাছে গিয়ে যদি মরে তখন কি সে আপনাকে ক্লেইম করে?

উঃযেমন যাইয়াই যদি যেমন তার ঐখানে আজকে গেল যাইয়া যদি দুইটা মরল। ঐ দুইটার দামই দিব নাহ।

প্রঃও আচ্ছা। ওদের কাছে কি বাকিতে দিতে হয়?

উঃবাকিতে দিতে হয়।

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উঃবুঝছেন হেরা তো আর ট্রিটমেন্ট করব নাহ। আর পাচদিন ধইরা বেচব। সাতদিন ধইরা বেচব।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃএই কারনে আমগো ওষুধ খাওয়াই দিতে হয়।

প্রঃআচ্ছা যাতে ঐখানে গিয়ে না মরে?

উঃহ্যাঁ। ঐখানে গিয়ে জানি এইটা না মরে।

প্রঃতো অধিকাংশ খামারিকে দেখি যে ইয়া থেকে বাকিতে নিয়ে আসে ডিলারের কাছ থেকে বাকিতে তার মুরগীর বাচ্চা তার ফিড নিয়ে আসে। তো আপনি বাকিতে না নিয়ে ক্যাশ টাকায় নিয়ে আসতেছেন এতে লাভটা কি আপনার?

----------**(২০ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

উঃলাভের মধ্যে একটা বাচ্চায় লার কাছে ৬ টাকা ব্যবসা করে।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃকারো কাছে ২ টাকা ব্যবসা করে, কারো কাছে ৩ টাকা করে।

প্রঃতো মানে ক্যাশ দিয়ে আনলে কি কম ব্যবসা?

উঃকারো কাছে গিয়া ৪ টাকাব্যবসা করে, কারো কাছে ১ টাকা করে। আর বুঝাইলাম নাহ।

প্রঃআচ্ছা ক্যাশে কিনলে ।

উঃনা এইটা বুঝতে হইব সব গুলা ফার্মার রে একমাপে একচোখে দেখে নাহ।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃ১০ টা ফার্মার একটা ডিলারের থাকলে একটার কিন্তু একটু সমস্যা থাকে। এদিক সেদিক তার টান থাকে।আমি কইলাম না যে নারিশ এর কথা। নারিশ এইখানে আমারে পউছায় দিবার চায়।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।ওইটা কি ঐযে রাসেল ভাইয়ের ওইটা নারিশ।

উঃঐযে ঐ রাসেল আছে তারপর ঐযে আশরাফ আছে।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:এরা হইল পৌছায় দিবার চায় খাদ্য এইখানে আর আমি নিজে গিয়া কষ্ট কইরা খাদ্য আনি।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু আপনি প্রভিটা ভাল পাইছেন দেখে?

উ:প্রভিটা ভাল পাইছি নাহ। বেশি দৌড়াদৌড়ি করলে ফার্মার রা লাভবান হবে নাহ।

প্র:কেন মনে হয়?

উ:ডিলার যতদিন চেঞ্জ করতে থাকব ঐ ফার্মাররে কেউ কোনদিন ভালবাসব নাহ

প্র:আচ্ছা আচ্ছা মানে ডিলার চেঞ্জ করা যাবে নাহ। মানে ঘন ঘন চেঞ্জ না করে একটার উপর

উ:মানে আমার রেকর্ড খারাপ হবে যে হেই ভাল নাহ। কারণ এত ডিলার চেইঞ্জ করতাছি কে। যেমন এই ১৭ বছরে একটা ডিলার চেইঞ্জ হইছে আমার। একজনের সাথে ১৩ বছর

প্র:অন্য ডিলার জানে কিভাবে আপনি অমুক ডিলারের কাছ থেকে নিতেন?

উ:আমার মোবাইল নাম্বার আছে নাহ সবার কাছে।

প্র:সবার কাছেই থাকে?

উ:সবার কাছেই আছে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:হেগও নাম্বার আবার আমার কাছে আছে।

প্র:তার মানে সব ডিলারই জানে যে কে কোথায় ব্যবসা করতেছে এবং কে কোন ফিড খাওয়াচ্ছে।

উ:হুম।

প্র:তো এইযে শীতকাল বর্ষাকাল তো বিভিন্ন সময় তো আমরা যেরকম চলাফেরা করি, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাপড় পড়ি শীতের সময় শীতের কাপড় পড়ি আবার বর্ষাকালে হয়ত ছাতা নিয়ে বাইরে বের হই। তো মুরগী পালার ক্ষেত্রে এই পালার ক্ষেত্রে কোন নিয়মকানুন এর পরিবর্তন বা ওষুধ প্রয়োগের কোন পরিবর্তন আছে কিনা বিভিন্ন সিজন অনুযায়ী?

উ:ওষুধ কিন্তু একইআছে

প্র: যেমন ধরেন কোন সিজনে ওষুধ বেশি খাওয়াইতে হইছে কোন সিজনে কম বা এরকম কোন পার্থক্য আছে কিনা?

উ:আছে। শীতের মধ্যে একটু ওষুধ বেশি লাগে। আবার আর এই সিজনে একটু ওষুধ বেশি লাগে । এইযে এই

প্র:পানির কারণে নাকি?

উ:ডেমডেমে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:ফ্লোর ডেম ডেমের কারণে নিচে থেকে ঠান্ডা লাগার সম্ভবনা বেশি।

প্র:ইয়ে তুসগুলো ভিজে যায় যায় নাকি।

উ:হ্যাঁ। এই ধরেন আজকে ১২ টা থনে বেলা ২ টা পর্যন্ত প্রচন্ড গরম ছিল। এখন দেখেন যে বইয়া আরাম লাগতেছে

প্র:হ্যাঁ। হ্যাঁ।

উ:দুইটা ফ্যান দিছিলাম তাও আজকে মুরগী আজকে বেশি হাপাইছে। এখন ফ্যান বন্ধ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:এই সন্ধ্যা রাত দশটার পরে গিয়ে একটু হাল্কা ঠান্ডা পড়ব।

প্র:হুম হুম।

উ:এইটা মোটেও শরীরে তাপমাত্রা এডজাস্ট হয় নাহ। এই কারণে ওষুধ বেশি লাগে।

প্র:আচ্ছা এজন্য বেশি লাগে। আচ্ছা এইযে একটা ব্যাচ উঠানোর আগে একটা ব্যাচ উঠানোর পরে বা ব্যাচ বিক্রি করার পরে কি করেন? ঘরটাকে কি করতে হয়?

উ:ঘরটাকে মেশিন আছে মেশিন দিয়া আগে ভুসি সব পরিস্কার কইরা ফালামু।

প্র:সব তুলে ফেলবেন?

উ:সব এইগুলা দিয়া দেই। ঐ মাছের খামারিরা নিয়া জায়গা

প্র:মাছের খামারির লোকরা আইসা নিয়া যায় নাকি আপনি দিয়া আসেন?

উ:আমি দিয়া আসি নিয়া। এইখান থেকে আগে থনে দূর করি। যে ফালায়া রাখলে গন্ধ হব।

প্র:আচ্ছা। মাছের খামারিরা এইটাকে মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহার করে।

উ:খাবার হিসাবে ব্যবহার করে।

প্র:আচ্ছা এই তুসটা।

উ:এই তুসটা।

প্র:আচ্ছা এইটা যে ওদের দিচ্ছেন কোন টাকা পয়সা দেয় না ওরা?

উ:মনে নইলে দেয় নাইলে নাই।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। কিরকম দেয়?

উ:ওইটা দেয়া না দেওয়াই। আমি এমনে চাইলেও দিয়া দিতাম। দেখা গেল পৌছায় দিলাম সেই হিসাবে দেয়। যেমন দেখা গেল যে এক ব্যাচে ১০০০/১২০০/১৫০০ টাকা দিল।

প্র:আচ্ছা তারমানে ওরা ওইটা পুকুরে ছাড়ে?

উ:হ্যাঁ। ওরা আস্তে আস্তে কিছু কিছু কইরা ওইটা পুকুরে ছাড়ে।

প্র:আচ্ছা তোলার আগে কি করেন বললেন স্প্রে করেন?

উ:তোলার আগে চুন দেয়া হয়।

প্র:আচ্ছা পুরা বাড়ি চুন দিয়ে লেপেন?

উ:চুন দিয়া লেপ কি। অইটা ঝাড়ুদিয়া বাড়ি দিলেই হয়।

প্র:আচ্ছা।

উ:ধরেন উঠানে যে মাইনসে (টাউনে তো দেয় নাহ)ঐযে গোবরটবর দেয়া নাহ উঠানে যেরকম দেয়।

প্র:হ্যাঁ। হ্যাঁ।

উ:ঐভাবে গুইলা নিয়া ঝাড়ু দিয়া দিলে হইয়া গেল।

প্র:আচ্ছা তারপরে ওইটা শুকাইলে?

উ:ওইটা শুকাইলে ৪-৫ দিন পরে গিয়া বাচ্চা তুলন লাগে।

প্র:তখন কি নতুন কাঠের ইয়া দিতে হয়?

উ:নতুন কাঠের গুঁড়া দিতে হয়

প্র:আচ্ছা। এছাড়া আর কি কি ময়লা এইখানে প্রত্যেকদিন এখানে কোন ময়লা তৈরি হচ্ছে নাকি একবারে খালি তোলার সময় যে ময়লাটা শুধু সেটা?

উ:এইটা গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এইটা চেঞ্জ করে দেই।আবার নতুন কইরা দেই।

প্র:তো ওইটা কই ফালান যেটা নষ্ট হয়?

উ:ঐ এক জায়গায় যায়।

প্র:মাছের খামারে?

উ:হ।

প্র:মাছের খামার কতদূর এইখান থেকে?

উ:এইযে এইখান থনে ৫ মিনিট লাগে।

প্র:৫ মিনিট আচ্ছা। ওইটা আপনি নিজেই বস্তায় ভরে নিয়ে দিয়ে আসেন।

উ:হ। বস্তায় এইখান থনে ভইরা দেই। ট্রলি দিয়া নিয়া জায়গা আবার।

প্র:আচ্ছা এছাড়া ধরেন মুরগী যখন কখনও বাড়িতে জবাই টবাই করেন, খান তখন সেটার যে আপনার নারিভুরি বা চামড়া এইগুলা কি করেন?

উ:চামড়া তো এইগুলা তো আমরা খাই আর নারিভুরি কুত্তায় খায়। সাথে সাথে খায়া ফালায়।

প্র:সাথে সাথে ফালায় দেন খেয়ে ফেলে?

উ:হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা জবাইটা করেন কোথায়?

উ:জবাই করি ঐ উত্তর পাশে।

প্র:কি টিউবঅয়েল পাড়ে নাকি?

উ:নাহ টিউব অয়েল নাহ। ওইটা পিছ বাড়ি। অইমুরা গোছলখানা আছে।অইদিকে করি। অইমুরা সব সময় করা হয়।

প্র:আর তো এইযে গিলা কলিজা এইগুলা তো সবই খাওয়া হয় তাইনা ?

উ:হ।

প্র:আচ্ছা। এইযে বর্জ্যগুলা যে ময়লাগুলা যে আপনি বাড়ির এখানে ফেলতেছেন নাহ। তার কারণটা কি?

----------**(২৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

উ:বাড়িতে গন্ধ আসে নাহ। বাড়ি ভাল থাকে।

প্র:আচ্ছা। কিন্তু ঐখানে গিয়ে যে কষ্ট করে দিয়ে আসছেন এতে আপানার আলাদা পরিশ্রম হচ্ছে না?

উ:পরিশ্রম হইলে কি হইব তাওতো এই জায়গা মানে আলো বাতাস মুক্ত রইল। জীবাণু ফাকে গেল গা।

প্র:আচ্ছা তাইলে এইযে ময়লাগুলা তো মাছ ও খাচ্ছে, কুকুরও খাচ্ছে। এইটার মধ্যে কোন রোগ থাকলে কি অন্য কিছুর মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভবনা আছে?

উ:তাতো দেখি নাহ।এরকমকোন

প্র:এরকম দেখেন নাই কখনও?

উ:নাহ। যেমন কুকুর বাড়িতে আছে অনেকদিন ধইরাই এইখানেই খায়। যেমন একটা মুরগী মইরা গেলে তাতে জীবাণু তাহকে বেশি।

প্র:আচ্ছা তো মরা মুরগীগুলা কি করেন?

উ:এই বাড়ির কুকুরেই খায় সবগুলা।

প্র:কিন্তু কিছু হয় নাই কখনও?

উ:এখন পর্যন্ত কিছু হয় নাই।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। আর এমনি পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য আছে শীতকাল বর্ষাকালে আলাদা কোন পার্থক্য নাকি একি রকম?

উ:এক রকম নাহ।

প্র:যেমন?

উ:এখনকার দিনে বৃষ্টি আইলেও পর্দা/চট নামানো যায় নাহ।

প্র:কেন?

উ:ভিতরে গরম হয়ে যায় ভাব হয়ে যায়।

প্র:ভাব হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু পানি ঢুকে নাহ বৃষ্টির দিনে?

উ:ঐযে বাশ দিয়ে হেলায় দেয়া হয় ছাতি দেয়া হয়। আপনি বর্ষায় বৃষ্টি হইলে ছাতি ধরেন নাহ ?

প্র:হ্যাঁ।

উ:হেইরকম ছাতি দেয়া হয়। বাশ হাইলা দিয়া পলিথিন নামাই দেই। নিজ দিয়া হাওয়া যাইতে থাকে।

প্র:ও আচ্ছা আচ্ছা। বাতাস টা যাতে ঢুকতে পারে। আচ্ছা তো এইযে মুরগী পালতেছেন বা ভিতরে পরিচর্যা করতেছেন, নিজে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বা নিজের যাতে কোন সমস্যা না হয় এজন্য নিজের সাবধানতার জন্য কিছু করেন?

উ:এত কিছু করি নাহ। সাধারণ ওষুধ বানাইলাম। ওষুধ বানাইয়া দিয়া থুইয়া গেলাম হয়ত সাবান দিয়া হাত মুখ ধুইয়া একটু ভাত টাত খাইলাম।

প্র:আচ্ছা সেটা কি সাবান দিয়ে হাতটা কি ভাত খাওয়ার আগে ধন নাকি?

উ:আগে ধুই।

প্র:আর এমনি ধরেন নরমালই আপনি যখন মুরগী ধরতেছেন বা ভিতরে যাচ্ছেন তখন কি করেন?

উ:মুরগী টুরগি ধরলে পরে হাত পা ধুই।

প্র: পানি দিয়ে ?

উ:পানি দিয়া। হুইল পাউডার আছে।

প্র:আচ্ছা। আর জবাই করার সময় তো নারমাল ই ছুরি দিয়ে ?

উ:জবাই করি নাহ আমি। এইটা খুব কম করি আমি।

প্র:কেন?

উ:নিজের ফার্ম থাকলে কি হব। নিজে চালাই। মুরগি জব করমু কি । মুরগী সব বেচি পাইকারি। একজনে যদি আইসা বলে আমারে একটা মুরগী জব কইরা বেচ। তাও করি নাহ আমি।

প্র:কিন্তু নিজের বাড়ি খাওয়ার জন্য?

উ:হেইগুলা ওরাই (পরিবারের অন্য সদস্যের দিকে নির্দেশ করে) করে

প্র:আচ্ছা এইযে বললেন যে হাত ধোয়া বা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বা এইযে বলতেছেন ব্যবহার করেন নাহ কোন কিছু। এই ব্যবহার না করার কারণটা কি? তবে অনেক জায়গায় বলে যে গ্লাভস ব্যবহার করতে, নাকে ই দিতে। তো এইটার ব্যবহার যে করতেছে নাহ সেটার কারণটা কি?

উ:কিছুই নাহ। আমার ভাল লাগে নাহ।পরি নাহ। মাইনসে ব্যবহার করে যেমন।

প্র:ভাল লাগে নাহ কি, মানে ওইটা পরে কাজ করতে সুবিধা লাগে নাহ?

উ:হ। সুবিধা লাগে নাহ। এমন অনেক জায়গা আছে ফার্ম করছে আমি সাইডে গিয়া দাঁড়ায় থাকাবার পারি নাহ।

প্র:গন্ধ আসে।

উ:হ, আমি তো নিজেও ফার্ম চালাই। আমি যদি অন্য জনের বদনাম করি যে হেয় এইডা কি করতেছে এইখানে, হেইখানে দাঁড়ানি যায় নাহ, তাই না।

প্র:আপনার এইখানে তো কোন গন্ধ পাচ্ছি নাহ আমি। এটা তো

উ:এইটা আমাদের বাড়ি, বাসা যেমন। এইটার গন্ধ যখন হয় তখনকিন্তু ওটা আমি বুঝি যখন হইছে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:তখন আমি অইটা সাথে সাথে পরিস্কার কইরা ফালাই। আমার যত পরিশ্রমই থাক। আমি ওইটা ফাকে নিয়া ফালাই দেই।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। গন্ধটা কি বেশি হয় লিটারের কারণে?

উ:লিটারের। লিটার ভিজলে তখন গন্ধ হবে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:আর সরাসরি ডাইরেক্ট মাচাল দিয়া পালতাছে খোলা জায়গার মধ্যে আটকা পানি। ঐটার কাছ দিয়ে যাইতে পারবেন নাহ।

প্র:ঐযে পানিতে যেইগুলো পড়ে?

উ:হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা।

উ:মাচালে যেগুলা পালতাছে।

প্র:হুম হুম। ঐ পানি দিয়া গন্ধ হয়?

উ:পানির মধ্যে পড়লে বেশি গন্ধ হয়।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা তো এইযে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য যে কিছু করতেছেন নাহ। না করার কারণটা বললেন যে আপনার কাজে আরাম পান নাহ, ওইটা সুবিধা হয় নাহ। আর কোন কারণ আছে কি ?

উ:নাহ। এমনে আর কোন কারণ নাই।

প্র:তো কখন ও কি এই মুরগী পালার জন্য কোন অসুখ বিসুখ হইছে যেটা মনে হয় যে মুরগী পালতেছে দেখে এরকম হইছে?

উ:নাহ আমার কাছে এরকম মনে হয় নাই।

প্র:সেরকম কিছু মনে হয় নাই?

উ:হুম।

প্র:আচ্ছা এইযে পরিস্কার করার জন্য কি ব্যবহার করেন?

উ:বস্তায় ভরি বেলচা দিয়ে সোজা।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা সব বেলচা দিয়া তুইলা বস্তায় ভরেন।

উ:হুম।

প্র:আচ্ছা আর এমনে মেঝেতে কি কোন জীবাণু নাশক বা কোন কিছু দিতে হয়?

উ:আগে ব্যবহার করতাম এখন কিন্তু করিনাহ।

প্র:এখন শুধু চুনাটাই দেন?

উ:এখন খালি চুনাটাই দেই। এই পর্যন্তই করি। কিন্তু ঘর ফরমালিন করছে আগে। বহুত কিছুই করছি। কিন্তু এখন আর করি নাহ।

প্র:আচ্ছা তো এই ওষুধ কি আপনি কিনে নিয়ে আসেন ডিলারের কাছ থেকে?

উ:ডিলারের কাছ থেকে আনি আবার কালিয়াকৈর থেকে আনি। বিভিন্ন জায়গা থেকে। অনেক সময় তো চৌরাস্তা যাওন লাগে যদি এইখান দিয়া না থাকে।

প্র:আচ্ছা এইখানে না পাইলে?

উ:না পাইলে।

প্র:আচ্ছা ওষুধের ক্ষেত্রে আপনি কোন ধরনের কোম্পানি বেশি ই করেন নাম করা কোম্পানি নাকি?

উ:নাম করা কোম্পানির মধ্যে স্কয়ারের তারপরে একমির এই দুইটা কোম্পানি বেশি ব্যবহার করি ।

প্র:এই দুইটা বেশি ব্যবহার করেন। দামের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে যে নামি কোম্পানির ওষুধের দামও কি বেশি নাকি?

উ:নাহ দামে প্রায় সেম সেম ই আছে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

----------**(৩০ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

এইযে এখানে যে একটা পশু সম্পদ অফিস আছে

উ:হ্যাঁ। আছে।

প্র:অইখান থেকে কখনও বুদ্ধি পরামর্শ নিছেন যে অসুখ হইলে এই ওষুধ খাওয়াইতে হবে বা ওরা কিছু বলে নাকি আপনি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই যেটা বুঝেন সেটা করেন?

উ:আমি আজকে ১০ বছর ধরে মোটামুটি ১৭ বছর ধরে নিজের অভিজ্ঞতায়।

প্র:আর এখন ঐখানে যাইতে হচ্ছে নাহ।

উ:নাহ।

প্র:আচ্ছা কখনও নতুন কিছু দেখলে ?

উ:নতুন কিছু দেখলেও আমি যাই নাহ। হয়ত ডাক্তাররে ফোন দেই। এই জায়গা থনে জিগাই কোম্পানির ডাক্তারে সমস্যা কি?

প্র:কোম্পানির ডাক্তার। আচ্ছা আচ্ছা।

উ:যাইনা তার কারণ হইল একটা মুরগী নিয়া গেসিলাম অনেক আগে। ডাক্তারের নগে ঝগড়া করছিলাম আমি।

প্র:আচ্ছা।

উ:মুরগীটা নিয়া গেছি। মুরগী থুইছি বাইরে।

প্র:পশু সম্পদ অফিসের?

উ:হ। স্যারেরে কইযে ব্যাচ স্যার। মুরগী নিয়া আইছি। কয় যে এইডা আনোগা, সেইডা আনোগা, মার্স আনোগা নাকে ব্যবহারের ওইটা আনগা, হাতের হ্যান্ড গ্লাভ আনগা। ঐ জায়গায় কোনে পামু কিনতে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। গোঁড়াই অফিসে?

উ:গোঁড়াই অফিসে ।কয় কালিয়াকৈর যাও কিনা নিয়া আহগা। তখন যাইয়া কইলাম যে কাজটা সরকারি ডাক্তার আপনারা। এইগুলা সরকার দিব। আপনি কি দিয়া কি করবেন সেটা আমি জানি নাহ। আপনি না করলে না করবেন যে এইটা আমি কাটতে পারবো নাহ। আমার জিনিস নাই। আপনে চইলা যান গা। আমি যামুগা। কয় নাহ নিয়া আস আমি তা বলমু কে। এই সমস্ড় তর্ক কইরা আমি আইয়া পরছিলাম আর কি।

প্র:এইটা কি মোরশেদ সাহেব নাকি?

উ:নাহ এইটা অনেক আগে আজিজুল

প্র:আজিজুল আচ্ছা।

উ:যার নগে ঝগড়া কইরা আইছিলাম তার নামটা যদি মনে না থাকে কেমনে হইব।

প্র:তারপরে থেকে কি আর যান নাহ?

উ:যাই এমনি যাই। চিনে সবাই।ভ্যাকসিন এর নিগা যাই।কিন্তু মুরগী নিয়া যাই নাহ আর কি।

প্র:অহ ভ্যাকসিন এর জন্য যান। ভ্যাকসিন টা কি ফ্রি দেয় নাকি?

উ:নাহ

প্র:

উ:ওইটা ১৫ টাকা করে নেয় রানিখেত এর জন্য ১০০ মুরগী জন্য ব্যবহার করা যায়।

প্র:১০০ মুরগীর জন্য ১৫ টাকার ওষুধ?

উ:হ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। তো ওইটা দোকান থেকে না কিনে অইখান থেকে কিনেন যে?

উ:সরকারি জিনিস তাজা পাওয়া যাইব ঐখানে গেলে। অইগুলা কিনা আইনা দোকানে বেচে।

প্র:তো ডিলারের সাথে যে সাধারনত যে খামারিদের সম্পর্ক, এই সম্পর্কটা সেটা কি রকম থাকে

উ:সম্পর্ক কারো কাছে ভালাই থাকে কারো কাছে খারাপ থাকে।

প্র:মানে যারা ধরেন বাকিতে কেনে তাদের সাথে সম্পর্কটা আসলে কেমন হয় ?

উ:যারা বাকিতে কেনে। আসলে এটা কথার কথা। নগদ বাকির প্রশ্ন নাহ এইটা হইছে একজনের মনের ব্যাপার।দুইজনের ব্যবসার ক্ষেত্রে দুইজনের লেনদেন এর হিসেব

প্র:আচ্ছা লেনদেন এর হিসেব।

উ:আমি তারে যতটুকু বিশ্বাস করলাম তারেও আমারে অতটুক বিশ্বাস করতে হইব। সেই হিসাবে গিয়া একজনের লেনদেন এর ভাল ব্যবহার থাকে। যেমন একজন আছে মহাজনের নগে ঝগড়াকরতেছে অথচ তার নগে ব্যবসা করতেছে।

প্র:ঝগড়াও করে ব্যবসাও করে?

উ:হুম। ওইটা তার খাইছত ওইটা তার অভ্যাস।

প্র:আচ্ছা। খাইছত তার। আচ্ছা তো আর বাকিতে নিয়া আসলে তখন মহাজনরা ই করে নাহ কোন শর্ত দেয় কিনা যে এইভাবে পরিশোধ করবা টাকা।

উ:বিক্রি হইলে ঐ লোকের টাকা পরিশোধ করতে হইব।

প্র: সেটার কোন নিয়ম দেয়া আছে কিনা, নিয়মটা কি?

উ:এখন যদি টাকা পরিশোধ করমু বাকি আনছে।

প্র:হুম।

উ:আনছে আমার মুরগী সব বাকি আনছে ধরেন । সবটি মুরগী আমি বেইচা ফালাইলাম। মহাজন একটাও বেচল নাহ। আমার এজেন্ট একটাও বেচল নাহ।

প্র:হুম হুম।

উ:এখন আমার টাকাযদি আমার কাছে পাওনা থাকে টাকা না দিয়া তো আমি ফির বাচ্চা চাইতে পারমু নাহ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:এখন যাইয়া যদি আমি বাচ্চা চাই। আমার মহাজন তো আমারে বলবই আমার টাকা দিয়া দাও। আমার টাকা দিলে সে আমি বাচ্চা দিমু। আমার টাকাই দাও নাই বাচ্চা দিমু কি।

প্র:আর যদি মহাজনের কাছেই বিক্রি করেন তখন উনি হচ্ছে অইখান থেকে উনার যা খরচ হইছে এই কয়দিনে যত খাবার বাকিতে আনছেন সেটা কেটে রেখে দেয়।

উ:কেটে রাখা হয়। মহাজন উঠায় নেয় টাকা।

প্র:আচ্ছা এক্ষেত্রে কি কোন মুরগীর বাচ্চা বা এরকম কোন কিছু বাকিতে আনলে কি এরকম কোন নিয়ম থাকে যে ঔষধ খাবার দাবার সবই অইখান থেকে আনতে হবে?

উ:তা কোন চুক্তি থাকে নাহ। কিন্তু বাচ্চা যে দেয়। সে খাবারও দেয়।

প্র:নাহ এরকম কোন শর্ত দেয় কিনা

উ:শর্তের মধ্যে একজন কাজির বাচ্চা নিয়া প্রভিটার খাদ্য খাওয়াইব তা দেয় নাহ।

প্র:কেন ?

উ:কারণ হইল কি বাচ্চা যদি ফল করে তাইলে ধরব কারে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। তারমানে যে কোম্পানির বাচ্চা সেই কোম্পানির খাদ্য।

উ:সেই কোম্পানির খাবার।

প্র:তো এরকম কোন ইয়া নাই যে কোন একটা ফিড কোম্পানি যেটাপোল্ট্রিফিড ই বানায়।কিন্তু বাচ্চা হেচিং করে নাহ। তো ওদের খাবার চলে কিভাবে?

উ:এই এলাকায় তো দেখি নাহ ওইরকম।

প্র:সবই হচ্ছে হেচিং ও করে

উ:যেমন কোয়ালিটির হেচিং আছে। আফতাবের হেচিং আছে।আপনার প্রভিটার হেচিং।কাজির তারপরে নারিশ। সিপি।

প্র:তারমানে সবগুলারই হেচিং আছে। আচ্ছা ডিলাররা কি কখনও কোনভাবে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি ওষুধ খাওয়াবেন, কেমনে খাওয়াবেন না খাওয়াবেন এই বিষয়ে কোন প্রভাব রাখে কিনা?

উ:এইটা বইলা দেয় যেমন নতুন একজন গেল কখনও করে নাই ফার্ম চালায় নাই। হে কিভাবে করে।

প্র:তার বুদ্ধি পরামর্শ তেই?

উ:নাহ মহাজনের ডিলারের পরামর্শ তে করে।

প্র:ডিলারের ঐখানে কি ডাক্তার থাকে নাকি সে নিজেই বইলা দেয়।

উঃহেও যেমন হেও তো আমাগোর মতন ১৭/১৮ বছর হয় আসছে।

----------**(৩৫ঃ০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

প্রঃআচ্ছা।

উঃআমাগোর মতন ফার্ম ছিল তার। ট্রেনিং হেরও আছে। যেমন ওষুধ আসতেছে ডাক্তার এর কাছে জিগাইতেছে কোনটা খাওয়াইলে কি হবে, না হবে যেমন দেখা গেল যে ওষুধ খাওয়াইবার নিছে এই সমস্যা। তখন ডাক্তার রে ফোন দেয় ডাক্তার শেড এ আসে।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃডাক্তার কোথায় আসে, শেড এ আসে। ডিলার যদি ফোন দিয়ে দেয় আমার অমুক খামারির সমস্যা হইছে। আমার ওষুধে কাজ করতেছে নাহ । আগামিকাল আইব।

প্রঃঐ কোম্পানির লোক আসে?

উঃকোম্পানির ডাক্তার আসে।

প্রঃএসে তারপর কি করে?

উঃতখন মুরগী কাটব এইখানেই। কাইটা কাইটা দেখব।

প্রঃ কেটে দেখে তারপর ওষুধ দিয়ে যায়?

উঃতারপর ওষুধ লেখব।

প্রঃওষুধটা পরে আবার ডিলারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসেন?

উঃযেকোনো খান থেকে কিনে নিয়ে আসি।

প্রঃআচ্ছা। ধরেন কেউ যদি বাকিতে কিনে কথার কথা আপনি বাকিতে আনছেন ৬০০ মুরগী। এখন কোন কারণে যদি আপনার লস হয় সেটা বিয়ার করে কে?

উঃওইটা মাহাজন উঠাইনার চেষ্টা করে।

প্রঃমাহাজন কোম্পানি থেকে উঠানোর চেষ্টা করে এখন ধরেন

উঃনাহ মাহাজন ফির আবার বাচ্চা দিল ফির ব্যবসা করার জন্য। তারপরে ওইটা রানিং এ উঠাই নেওয়ার চেষ্টা করে আর কি।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা মানে পরিশোধ না করলে পরের বারে ?

উঃসবগুলা তো আর মরে নাহ। যেমন একমাত্র রানিখেত না হইলে বার্ড ফ্লু না হইলে সবগুলা মরে নাহ।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। ধরেন কথার কথা একজনে করতেছে তার বার্ড ফ্লু হইল। একটা লস খাইল সে বড় ধরনের? তখন মহাজনের টাকা পরিশোধ করে কিভাবে ?

উঃঐ আস্তে আস্তে পরিশোধ করে বেচে।

প্রঃআচ্ছা প্রত্যেক ব্যাচে থেকে একটু একটু করে কাইটা নেয়। তো ডিলাররা কি কখনও আপনাদেরকে এন্টিবায়োটিক বা মুরগী বাড়ার ক্ষেত্রে ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইয়া করে মানে উদ্বুদ্ধ করে যে ওষুধ গুলা খাওয়ায় বা এইটা খাওয়াইলে তাড়াতাড়ি বাড়বে বা এরকম ?

উঃবলে অনেকেই বলে।

প্র:অনেকেই বলে ডিলাররা।

উ:অনেকেই বলে।

প্র:সেটা কি আপনারা জিজ্ঞেস করলে বলে নাকি ওরা নিজেরা নিজে থেকেই বলে?

উ:ওর কাছে ডাক্তার আইয়া বইলা যায়। তখন ওষুধ দিয়া যায়। ধরেন রাখল। ১০ টা ওষুধ বেচন লাগব তো। দেখে ফলাফল কি রকম?

প্র:আচ্ছা আচ্ছা ফলাফল কিরকম তারপর?

উ:এখন একটা ফার্মে নাদিলে তো ওইটা বলতে পারবো নাহ যে এটা কিরকম?

প্র:আচ্ছা এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে আপনি জানছেন কোথা থেকে?

উ:এন্টিবায়োটিক জানছি কথা থনে(হেসে)। ডাক্তাররা লেখছে এইগুলা আগে।

প্র:ডাক্তাররা লেখছে। এইটা এন্টিবায়োটিক নাকি সাধারণ ওষুধ আপনি বুঝেন কিভাবে?

উ:সাধারণ ওষুধ যে সাধারণ বুঝা যায়। সিপ্রসিন এইগুলা তো হাই গ্রুপের ওষুধ। এইগুলার তো গ্রুপ ই ভাগ করা। যেমন সিপ্রসিন এইগুলা হইল হাই।এইগুলা মানুষের ও আছে

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। মানে এইগুলা এন্টিবায়োটিক।

উ:এন্টিবায়োটিক।

প্র:আচ্ছা

উ:নিউরসিন একটু কম। এন্টিবায়োটিক ই। কিন্তু অত হাই পাওয়ার নাহ। একটু কম পাওয়ার।

প্র:কম পাওয়ারের। আরেকটা কি বললেন নিউরো?

উ:আরেকটা বলছি হইল এডিভেট। সবার উপরে হইল এইটা। এইডা যেমন ব্যবহার করলে মুরগীর কিডনি শুকাই যাওয়ার সম্ভবনা আছে। চাইপা যাওয়ার সম্ভবনা আছে নারী ভুরির।

প্র:তাতে কি ক্ষতি হয় নাকি ভাল ?

উ:ক্ষতি হবে ওইটা বেশি খাওয়াইলে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। ওটা এডিভেট খুব পাওয়ারফুল?

উ:পাওয়ারফুল।

প্র:ওইটা কি ঐটার উপাদান টা কি?

উ:ঠান্ডার জন্য।

প্র:ঠান্ডার লাগার জন্য দেন আর কি?

উ:ঠান্ডা লাগার জন্য । জ্বর ঠান্ডা মেলা কিছু।টাইফয়েড।

প্র:এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর সুবিধাগুলো কি কি তাহলে ?

উ:সুবিধা নাই। এইগুলা না খাওয়ানি ভাল। যত টুক না খাওয়ান যায় তত টুক ভাল।

প্র:তারপরও তো সবাই ব্যবহার করতেছে?

উ:সবাই ব্যবহার করব নাহ তো কি করব।

প্র:ভাল না হইলে তো ব্যবহার করত না কেউ?

উ:টিকাই তো রাখন লাগব মুরগী।

প্র:আচ্ছা এন্টিবায়োটিক ছাড়া কি টিকাই রাখা সম্ভব নাহ।

উ:এন্টিবায়োটিক ছাড়া মুরগী টিকাই রাখা সম্ভব নাহ।

প্র:মানে কেন মনে হয় এটা?

উ:এটা কেন মনে হয় এটা চ্যালেঞ্জ এ চলে যেমন আপনে ৫০০ উঠাইলে ২০০ থাকা পারে।

প্র:অহ মানে একটা রিস্ক থেকে যায়?

উ:রিস্ক থাকে মানে ১০০ এর মধ্যে যেমন প্রথম আনলে পরে যদি নাও যদি মরে সব যদি ভাল থাকে তাও দেখব ১০০ নাই।

প্র:তার মধ্যে ১০০ নাই।

উ:১০০ নাই।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা

উ:এইডি থাকবই নাহ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা এন্টিবায়োটিকের অসুবিধাগুলা কি কি?

উ:এন্টিবায়োটিকে তো কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু ঠান্ডা বা অসুখ হইলে অসুবিধা। যেমন মুরগীর কোন সমস্যা হইলে অসুবিধা ।

প্র:আচ্ছা কিন্তু এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের কি কোন ক্ষতিকর কোন কিছু বা ?

উ:ক্ষতিকর আছে যেমন ওইটা বেশি খাওয়াইলে ঐটার ওয়েট কম আইব।

প্র:আচ্ছা এন্টিবায়োটিক অতিরিক্ত পরিমান খাওয়াইলে?

উ:আমনের ওইটা খাওয়াইলেই ওয়েট কম আইব। এখন গিয়া অতিরিক্ত খাওয়াইলেও বা কম খাওয়াইলেও।

প্র:কিন্তু আমরা তো জানি যে উল্টা যে এন্টিবায়োটিক খাওয়াইলে ওজন বাড়ে। এন্টিবায়োটিক খাওয়াইলে ওয়েট কম হবে এইটা তো শুনি নাই কখনও?

উ:শুনেন নাই?

প্র:নাহ।

উ:সুস্থ মুরগী। সুস্থ মুরগী এন্টিবায়োটিক খাওয়াইলে ওইটা তো আর বাড়ব নাহ হেদিন। আইজকা খাওয়াইলাম আইজকা আর বাড়ব নাহ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:তাইলে ওয়েট এ বাড়ি খাইল।আর যদি অসুস্থ থাকে তাইলে এন্টিবায়োটিক খাওয়াইলে লাভ। এন্টিবায়োটিক খাওয়াইলাম ধরল ওইটায় তাড়াতাড়ি।

প্র:ধরেন অসুস্থ তো আর সবগুলাহয় নাহ কিন্তু ওষুধ দিতে গেলে তো সবগুলারে দিতে হয়?

উ:সবগুলারে ওষুধ দিতে হইব।

প্র:তাইলে তো একটা দুইটার জন্য বাকিগুলা ক্ষতিগ্রস্থ হবে?

উ:একটা দুইটার লাইগা ওষুধ দেয়া হয় নাহ। ওইটা কেউ কইলে ওইটা ভুল হব।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:যখন দেখা যায় মুরগীর যখন সমস্যা দেখা যায়আইজকা দেখা যাব দুইটার কাইল দেখা যাব ৫ টার পরের দিন দেখা যাব ৫০ টার। তারপরের দিন দেখা যাব অর্ধেকটির।

প্র:হুম।

উ:১০০০ থাকলে ৫০০। কিন্তু এইটা হলও দল দিয়া পালা হয় দল ধইরা অসুখ। অসুখ হইলে পরে সবটিরই হয় তখন।

প্র:আচ্ছা এইযে ডিলাররা বা ইয়ারা ওষুধ কোম্পানিরা এদেও মধ্যে কারা সবচাইতে বেশি আপনাকে এন্টিবায়োটিকের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে বেশি মানে বেশি ব্যবহার করতে বলে?

উ:কেউ এইডা উদ্বুদ্ধ করে নাহ। এইগুলা আমাদের ইচ্ছায় খাওয়ানো হয়। আমরা গিয়া সমস্যা কইলে বা যারা কিনা নাহ বুঝে। আমরা কিছু জিগাই নাহ কারণ আমরা দেখলে বুঝি যে এইটা খাওয়াইলে কাজ হব। যারা কিনা নাহ বুঝে তারা গিয়া মাহাজনরে জিগায় বা ডিলার রে জিগায়। ডিলার রে জিগাইলে হয়তবা ডাক্তাররে ফোন দেয়। ডাক্তারে বইলা দেয় যে এইটা খাওয়াও।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা এইযে মুরগী পালন করছেন এর থেকে কখনও কোন রকম কি অসুখ বিসুখ হইছে কখনও?

উ:এইরকম তো বুঝি নাই এখন পর্যন্ত যে যেমন এই ১৭ বছরে আমারই একবার ডায়রিয়া হইছে।

প্র:হ্যাঁ?

উ:এই ১৭ বছরে আমার নিজের একবার ডায়রিয়া হইছে।

প্র:একবার ডায়রিয়া হইছে। আচ্ছা আচ্ছা।

উ:কিন্তু সাধারণ মানুষের বছরে, দুই বছর গেলে তিন বছর পরে একবার হয়।

প্র:আচ্ছা থ্যাংক ইউ। তো অনেক ধন্যবাদ।অনেক ভাল লাগলো কথা বলে অনেক কিছু জানতে পারলাম আমি। তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

সর্বমোট০০:৪১:০২

_____X_____